পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ করআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

— হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক : এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৫ বর্ষ ॥ ১৪শ সংখ্যা

৩০শে অগ্রহায়ন ১৩৮৮ বাংলা ॥ ৩০শে নভেম্বর ১৯৮১ ইং ॥ ৩রা সফর ১৪০২ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাংলাদেশ ও ভারত ১৫.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৩৫শ বর্ষ
১৪শ সংখ্যা

৩০শে নভেম্বর ১৯৮১

বিষয়	লেখক	
* তরজামাতুল কুরআন সূরা আলে ইমরান (১৫শ ও ১৬শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক, কর্তব্য এবং ন্যায়বিচার ও সহানুভূতি'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৪
* অমৃত বাণী : কুরআন শরীফের চিরন্তন মু'জিযার অভিনব জোড়ালো প্রকাশ'	হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫
* ৩৭তম কেন্দ্রীয় খোদ্দাম ইজতেমায় উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৭
হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী—৬	হযরত মীর্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) অনুবাদ : অধ্যাপক আবদুল লতিফ খান	১৬
* সংবাদ		১৮

হুজুর (আইঃ) এর বেগম সাহেবার জন্য বিশেষ দোওয়ার আবেদন

ঢাকা, ৩০শে নভেম্বর—রাবওয়া হইতে মোহতারম আমীর সাহেবের নিকট অদ্য প্রাপ্ত টেলিগ্রামযোগে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর বেগম সাহেবা হযরত মনসুরা বেগম সাহেবার গুরুতর অসুস্থতার সংবাদ জানাইয়া জনাব প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহেব হযরত বেগম সাহেবার আশু আরোগ্যের জন্য জামাতকে সকাতরে দোওয়া করার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। টেলিগ্রামটি নিম্নে দেওয়া হইল।

Hazrat Mansoora Begum wife of Khalifatul Masih suffering serious kidney trouble stop condition not satisfactory stop request fervent PRAYERS by all—Private Secretary

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী হযরত বেগম সাহেবার দ্রুত রোগমুক্তি ও দীর্ঘ যুব জন্য খাসভাবে দোওয়া করিবেন।

পাক্ষিক
আ হ ম দী
নব পর্যায়ের ৩৫শ বর্ষ : ১৪শ সংখ্যা
১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮৮ বাংলা : ৩০শে নভেম্বর ১৯৮১ ইং : ৩০শে নবুওত ১৩৮০ হিঃ শামসী

সূরা আলে ইমরান

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ২০১ আয়াত ও ২০ রুকু আছে]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—১০)

৪র্থ পারা

১৫ ও ১৬ রুকু

১৪৫। এবং মোহাম্মদ কেবল একজন রসূল; তাহার পূর্বেকার সকল রসূল বিগত হইয়াছে; অতএব যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয়, তোমরা কি পশ্চাৎপদে ফিরিয়া যাইবে? এবং যে ব্যক্তি (এইভাবে) পশ্চাৎপদে ফিরিয়া যাইবে, সে আদৌ আল্লাহ্‌র ক্ষতি করিতে পারিবে না; এবং অচিরেই আল্লাহ্ কৃতজ্ঞপরায়ণ ব্যক্তিগণকে প্রতিদান দিবেন।

১৪৬। এবং আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোন প্রাণী মরিতে পারে না (কারণ) উহার ফয়সালা (আল্লাহ্ কর্তৃক) নির্ধারিত, এবং যে ব্যক্তি ইহকালের পুরস্কার কামনা করিবে আমরা তাহাকে উহা হইতে দান করিব এবং যে ব্যক্তি পরকালের পুরস্কার কামনা করিবে আমরা তাহাকে উহা হইতে দান করিব এবং অচিরেই আমরা কৃতজ্ঞপরায়ণ ব্যক্তিগণকে প্রতিদান দিব।

১৪৭। এবং এমন অনেক নবী (বিগত) হইয়াছে যাহাদের সঙ্গী হইয়া (তাহাদের) জমাআতের বহু সংখ্যক লোক যুদ্ধ করিয়াছিল; অতঃপর আল্লাহ্‌র পথে তাহারা যাহা (অর্থাৎ যে কষ্ট) ভোগ করিয়াছিল উহার কারণে তাহারা শিথিল হয় নাই এবং দুর্বলতা প্রকাশ করে নাই এবং (শত্রুর সম্মুখে) নতশিরও হয় নাই এবং আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণকে ভালবাসেন।

১৪৮। এবং তাহারা এই কথা ব্যতীত কিছুই বলে নাই যে, হে আমাদের রব্ব! আমাদিগকে আমাদের অপরাধ (অর্থাৎ ত্রুটি-বিচ্যুতি) সমূহ এবং আমাদের কার্যে আমাদের সীমা লঙ্ঘন ক্ষমা কর, এবং আমাদের কদমকে মজবুত কর এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য কর।

১৪৯। সুতরাং আল্লাহ্ তাহাদিগকে ইহকালেরও পুরস্কার এবং পরকালেও উৎকৃষ্টতর পুরস্কার দান করিলেন এবং আল্লাহ সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন।

১৫০। হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা ঐ সকল লোকের যাহারা কুফর করিয়াছে, অনুসরণ কর তবে তাহারা তোমাদিগকে পশ্চাৎপদে ফিরাইয়া দিবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিবে।

১৫১। (তোমরা ক্ষতি গ্রস্ত নহ) বরং আল্লাহ্ই তোমাদের সাহায্যকারী; এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম সাহায্যকারী।

১৫২। যাহারা কুফর করিয়াছে, আমরা তাহাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করিব; যেহেতু তাহারা আল্লাহ্র সহিত এমন বস্তুকে শরীক করিয়াছে, যাহার সপক্ষে তিনি কোন প্রমাণ নাযেল করেন নাই, তাহাদের বাসস্থান নরকাগ্নী, এবং যালেমদের ঠিকানা অত্যন্ত মন্দস্থান।

১৫৩। এবং যখন তোমরা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাহাদিগকে মারিয়া বিনাশ করিতেছিলে তখন তিনি নিশ্চয় তোমার সহিত তাঁহার ওয়াদা পূর্ণ করিয়াছিলেন (এবং তিনি তাঁহার সাহায্য ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যাহার করেন নাই) যে পর্যন্ত না তোমরা নিরুৎসাহ হইলে (এবং আল্লাহ্র রসুলের) আদেশ সম্বন্ধে পরস্পর মতভেদ করিলে, এবং যাহা তোমরা ভালবাস তাহা তিনি তোমাদিগকে দেখাইবার পর তোমরা অবাধ্যতা করিলে; তোমাদের মধ্যে কতক ব্যক্তি ইহকালের কামনা করিত এবং কতক পরকালের কামনা করিত; অতঃপর তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদের (অর্থাৎ শত্রুগণের আক্রমণ) হইতে রক্ষা করিলেন, এবং নিশ্চয় তিনি তোমাদিগকে মার্জনা করিয়াছেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ মোমেনগণের উপর বড়ই অনুগ্রহশীল।

১৫৪। যখন তোমরা ছুটিয়া পালাইতেছিলে এবং পিছনে ফিরিয়া কাহারও দিকে তাকাইতে ছিলে না অথচ রসুল তোমাদের সর্ব পিছনের দলে থাকিয়া তোমাদিগকে ডাকিতে ছিলেন, ইহার ফলে তিনি তোমাদিগকে এক দুঃখের পরিবর্তে আর এক দুঃখ দিলেন, যেন তোমরা যাহা হারাইয়াছ এবং যাহা (অর্থাৎ যে বিপদ) তোমাদের উপর আসিয়াছে তাহার জন্য তোমরা দুঃখিত না হও; বস্তুতঃ তোমরা যাহা কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ ওয়াকেফ হাল।

১৫৫। অতঃপর তিনি ঐ দুঃখের পর তোমাদের উপর প্রশান্তি ভরা তন্দ্রা নাযেল করিলেন যাহা তোমাদের একদলকে অভিভূত করিতেছিল এবং আর একদল এমন ছিল যাহাদের মন (তাহাদের জীবন সম্বন্ধে) তোমাদিগকে চিন্তাকুল করিয়াছিল, তাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অজ্ঞ-যুগের ধারণার অনুরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেছিল, তাহারা বলিতেছিল শাসন পরিচালনায় কি আমাদের কোন কিছু (অধিকার) আছে? তুমি বল, নিশ্চয় সমস্ত শাসনাধিকার একমাত্র আল্লাহ্র; ঐ সকল (মুনাফেক) লোক নিজেদের অন্তরে

যাহা গোপন করিতেছে, তোমার নিকট তাহা প্রকাশ করিতেছে না; তাহারা বলে যে, যদি শাসন পরিচালনায় আমাদের কোন দখল থাকিত, তবে আমরা এখানে নিহত হইতাম না; তুমি বল, যদি তোমরা স্বগৃহেও অবস্থান করিতে তবুও যাহাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হইয়াছিল, তাহারা নিশ্চয় তাহাদের মৃত্যু-শয্যার দিকে ধাবিত হইত, (যেন আল্লাহ্‌র আদেশ পূর্ণ হয়) এবং যাহাতে তোমাদের অন্তরে যাহা লুক্কায়িত আছে উহার আল্লাহ্ পরীক্ষা করেন এবং যাহা তোমাদের হৃদয়ে আছে তাহা পরিশুদ্ধ করেন; এবং আল্লাহ্ অন্তরের কথা সবিশেষে অবগত আছেন।

১৫৬। যেদিন দুই দল পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছিল, সেই দিন তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিল, নিশ্চয় শয়তান তাহাদের কোন কোন কর্মের জন্য তাহাদিগকে পদস্খলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে মার্জনা করিয়াছেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু। (ক্রমশঃ)

["তফসীরে সগীর" হইতে পবিত্র কুরআনের তরজমার বঙ্গানুবাদ]

হাদীস শরীফ

(৪-এর পাতার পর)

অধিকার হরণ ও বৈষম্য মূলক ব্যবহার সত্ত্বেও, এক কথায় সর্বাবস্থায় তোমাদের পক্ষে সমসাময়িক ইমাম তথা প্রধানের আদেশ শোনা এবং তাহার আনুগত্য পালন করা ওয়াজেব। ['মুসলিম কিতাবুল ইমারাহ, বাবু ওয়াজুবু তায়াতেল উমরাই ফি গাইরে মাসিয়াহ' ১-২২০১ পৃঃ]

* হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "যে আমার ইতায়াত ও আজ্ঞানুবর্তিতা করিয়াছে সে আল্লাহ্‌তায়ালার ইতায়াত ও আজ্ঞানুবর্তিতা করিয়াছে। যে আমার নাফরমানি করিয়াছে, সে আল্লাহ্‌তায়ালার নাফরমানী করিয়াছে। যে ব্যক্তি সমসাময়িক 'হাকিম' (শাসক) এর আজ্ঞানুবর্তিতা ও অনুগত্য করিয়াছে, সে আমার আনুগত্য ও ইতায়াত করিয়াছে। যে ব্যক্তি সমসাময়িক হাকিম তথা শাসকের নাফরমান (অবাধ্য), সে আমার নাফরমান।" (মুসলিম; কিতাবুল ইমারাহ, 'বাবু ওয়াজুবু ইতায়াতিল উমরায়ে ফি গাইরে মা'সিয়হ; ১-২: ২০০ পৃঃ)

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ও অনুদিত)

—এ এইচ. এম. আলী আনওয়ার

"তোমরা কোরআন শরীফকে গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ কর এবং উহার সহিত এরূপ প্রণয় বা অনুরাগের সম্বন্ধ স্থাপন কর, যেরূপ প্রণয় বা অনুরাগের সম্বন্ধ অন্য কাহারও সঙ্গে কর নাই। কারণ খোদাতায়ালা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন: الخير كله في القرآن 'সর্বপ্রকার মঙ্গল কোরআন শরীফেই নিহিত আছে।' এই কথাই সত্য। ধিক্ ঐ সকল ব্যক্তিকে যাহারা কোরআন শরীফের উপর অন্য বস্তুকে স্থান দেয়। তোমাদের সমস্ত সফলতা ও মুক্তির উৎস কোরআন শরীফে আছে।"

[আমাদের শিক্ষা পৃঃ-২৭]

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

হাদিস শরীফ

শাসক ও শাসিতের মধ্যকার সম্পর্ক ও কর্তব্য এবং আল্লাহর বান্দাদের প্রতি ন্যায়বিচার ও সহানুভূতি

* হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "তোমাদের প্রত্যেকেই নিগরাণ (পর্যবেক্ষক); তাহাকে তাহার প্রজা বা অধীনস্থগণের সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করা হইবে। আমীর নিগরাণ এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার গৃহবাসীর নিগরাণ; স্ত্রীও তাহার স্বামীর গৃহের এবং তাহার সন্তানগণের নিগরাণ। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেই নিগরাণ এবং প্রত্যেকের নিকট তাহার রায়েত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, সে তাহার দায়িত্ব কিরূপে পালন করিয়াছিল।" (বুখারী কিতাবুন নিকাহ; বাবু মারআতুন রায়েইয়াতুন ফি বাইতে যাওজেহা; ২:৭৮৩ পৃ:)

* হযরত আউফ বিন মালেক (রাঃ) বলেন যে, তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এই ফরমাইতে শুনিয়াছেন: "তোমাদের সর্বোত্তম প্রধান তাহারাই, তোমরা যাহাদিগকে ভালবাস এবং তাহারা তোমাদিগকে ভালবাসে। তোমরা তাহাদের জন্য দোয়া কর এবং তাহারা তোমাদের জন্য দোয়া করে। তোমাদের সর্বাপেক্ষা মন্দ প্রধান তাহারা, যাহাদিগের প্রতি তোমরা অসন্তুষ্ট এবং তাহারা তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্টি পোষণ কর। তোমরা তাহাদিগকে অভিশাপ দাও এবং তাহারা তোমাদের প্রতি অভিশাপ দেয়। রাবি (বর্ণনাকারী) বলেন: "ইহাতে আমরা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিলাম যে, আমরা কেন এরূপ প্রধানদিগকে অপসরণ করিব না?" তিনি ফরমাইলেন: না, যে পর্যন্ত তাহারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েম করে।"

[মুসলিম, 'কিতাবুল এমরাহ, বাবু খিয়ারুল আয়িম্মা ওওা শিরাহুম; ১-২: ২১০ পৃ:]

* আমার বিনিল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এই ফরমাইতে শুনিয়াছন: যখন কোন বিচারক বা শাসক ভালরূপে বুঝিয়া-শোনিয়া এবং পুরাপুরি অনুসন্ধানের পর কোন ফয়সালা দেয়, তাহার ফয়সালা ঠিক হইলে সে দ্বিগুণ সওয়াব পাইবে এবং যদি চেষ্টা সত্বেও সে ভুল ফয়সালা করে তবে সে একগুণ সওয়াব পাইবে।"

* হযরত মাকেল বিন ইয়াসার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন: 'যাহাকে আল্লাহ্‌তায়ালা লোকের নিগরান (তত্ত্বাবধায়ক) করেন, যদি সে লোকের নিগাহবানী ও তাহার কর্তব্য পালনে ক্রটি করে তবে তাহার মৃত্যুর পর তাহার জন্য বেহেশত 'হারাম' (নিষিদ্ধ) করিবেন। তাহার বেহেশত নসীব হইবে না।" (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)

* হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে. আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: 'স্বচ্ছলতা-অস্বচ্ছলতা. সুখ-দুঃখ. সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি এবং

(... ১৮-এর পাতায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর অমৃত বানী

ঃ কুরআন শরীফের চিরন্তন মু'জিযার অভিনব জোরাল প্রকাশ ঃ

'আমি ইসলামের উপর উত্থাপিত সকল আপত্তির পঙ্কিল প্রলেপ অপসারিত করিয়া কুরআন শরীফের উজ্জল মণি-মানিক্য ও গুপ্তধন উদ্‌ঘাটিত ও সুপ্রকাশিত করার এবং দুনিয়ার বুকে কুরআন শরীফের সম্মান ও উচ্চ-মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আবির্ভূত হইয়াছি।'

"বর্তমান যুগে তলোয়ার নয়, বরং কলমেরই প্রয়োজন ও আবশ্যক। আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণ ইসলামের উপর যে সকল সন্দেহ-সংশয় চাপাইয়াছে এবং বিভিন্ন সায়েন্স ও কৌশলের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালার সাচ্চা ধর্ম ইসলামের উপর আক্রমণ চালাইয়াছে—সেই গুলির দিকে তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন যেন আমি লেখনীর অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উক্ত সায়েন্স এবং জ্ঞান-বিজ্ঞার উন্নতির রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হই এবং ইসলামের রূহানী শৌর্য-বীর্য এবং আধ্যাত্মিক শক্তির অলৌক ক্রিয়া ও লীলা-খেলা প্রদর্শন করি।

আমার পক্ষে কবে ও কিরূপেই বা এই ময়দানের যোগ্যব্যক্তি সাব্যস্ত হওয়া সম্ভব ছিল ?! ইহা তো একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল এবং তাঁহার অপার অনুগ্রহ যে, তিনি চাহেন যেন আমার ন্যায় অধম ব্যক্তির হাত দিয়া এই দ্বীনের সম্মান প্রদর্শন করেন। আমি এক সময়ে ঐ সকল আপত্তি ও আক্রমণসমূহ সংগ্রহ করিয়া গণনা করিয়াছিলাম, যাহা আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা ইসলামের উপর হানিয়াছেন। ফলে উহাদের সংখ্যা আমার মতে তিন হাজারে উপনীত হইয়াছে, বরং আমি মনে করি যে, এখন সেই সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে।..... এই সকল তথাকথিত আপত্তিকর বিষয়ের মূলে প্রকৃতপক্ষে বহু দুর্লভ সত্য ও নিগুঢ় তত্ত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে যাহা জ্ঞানাভাবে আপত্তিকারীগণের দৃষ্টি গোচর হয় নাই, এবং বাস্তবিকপক্ষে ইহা আল্লাহ্‌-তায়ালারই হিকমত যে, যেখানে জ্ঞানান্ধ আপত্তিকারী আসিয়া ঠেকিয়াছে, সেখানেই বাস্তব সত্য ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ এবং সূক্ষ্ম জ্ঞান-তত্ত্বসমূহের গোপন ভাণ্ডার রাখা আছে, এবং খোদাতায়ালা আমাকে আবির্ভূত করিয়াছেন যেন আমি এই সকল সুরক্ষিত ভাণ্ডার ও গুপ্তধন দুনিয়ার বুকে প্রকাশিত করি এবং নাপাক আপত্তি সমূহের যে পঙ্কিল কর্দম ঐ সকল উজ্জল ও জ্যোতিঝলমল মনি-মানিক্যের উপর লেপন করা হইয়াছিল তাহা অপসারিত করিয়া সেগুলিকে পাক-পরিচ্ছন্ন আকারে উদভাসিত করি। খোদাতায়ালার গায়রত বা আত্মমর্যাদা বোধ এখন সজোরে উত্তেজিত হইয়াছে, যাহাতে তিনি কুরআন শরীফের সম্মান ও অত্যুচ্চ মর্যাদাকে শত্রুর প্রতিটি আক্রমণ ও আপত্তির অপবিত্র প্রলেপ হইতে বিমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন করিয়া সমুজ্জল ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।"

(মলফুজাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯০)

ঃ তিনি স্বয়ং ফয়সালা করিবেন ঃ

"এখন এই মোকদ্দমা তিনি নিজে ফয়সালা করিবেন, যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। যদি আমি সত্যবাদী হইয়া থাকি তবে ইহা সুনিশ্চিত যে, আসমান আমার জন্য এক জবরদস্ত সাক্ষ্য প্রদান করিবে, যদ্দারা মানবদেহ শিহরিয়া উঠিবে। আমি যদি পঁচিশ বৎসর কাল স্থায়ী এরূপ এক অপরাধী হইয়া থাকি, যে এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপী খোদার বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা ও রটনা করিয়াছে, তাহা হইলে আমি কি রেহাই পাইতে পারি ?! এমতাবস্থায় যদিও তোমরা সকলেই আমার বন্ধু হইয়া যাও, তথাপি আমি প্রকৃতপক্ষে ধ্বংসপ্রাপ্ত (অর্থাৎ আমার ধ্বংস অবধারিত) কেননা খোদাতায়ালার হস্ত আমার বিরুদ্ধে সক্রিয় হইবে। হে জনগণ! স্মরণ রাখিবেন, আমি মিথ্যাবাদী নই, বরং মজলুম ও অত্যাচারিত ; আমি মিথ্যাদাবীদার নই, বরং সত্যবাদী এবং আদিষ্ট। আমার উপর অত্যাচারের এক দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে। আজ হইতে পচিশ বৎসর পূর্বে যাহা খোদাতায়ালা বলিয়া ছিলেন, উহা 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে, উহা খোদাতায়ালার এক এলহাম বা ঐশীবাণী : "দুনিয়া মেঁ এক নযীর আয়া, পর দুনিয়া নে উসকো কবুল না কিয়া, লেকিন খোদা উসে কবুল করেগা, আওর বড়ে জোর আওয়ার হামলওঁ সে উসকি সাচ্চাই যাহের কর দেগা" (অর্থাৎ "পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী আসিয়াছে কিন্তু পৃথিবী তাহাকে গ্রহণ করিল না, কিন্তু খোদা তাহাকে গ্রহণ করিবেন এবং অত্যন্ত প্রচণ্ড শক্তিশালী আক্রমণ সমূহের দ্বারা তাহার সত্যতা প্রকাশ করিয়া দিবেন।") ইহা সেই সময়কার এলহাম, যখন আমার পক্ষ হইতে কোন 'দাওয়াত' বা দাবীও পেশ করা হয় নাই এবং আমার কোন অস্বীকারকারীও ছিল না।" ('হাকীকাতুল ওহী' গ্রন্থের পৃঃ ১৩৮)

ঃ পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং মহব্বত সৃষ্টি কর ঃ

"আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার সালেহ ও পূণ্যবান ব্যক্তিদের ব্যতীত কাহারও পরোয়া করেন না। পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও মহব্বত সৃষ্টি কর এবং পৈষাচিক আচরণ ও মতভেদ পরিহার কর। প্রত্যেক প্রকার অশালিনতা, অশ্লিলতা এবং বিদ্রূপ ও পরিহাস হইতে সম্পূর্ণ দুরে সরিয়া পড়। কেননা পরিহাস ও বিদ্রূপ মানবহৃদয়কে সত্য হইতে অপসারিত করিয়া বহু দুরে সরাইয়া দেয়। পরস্পরের মধ্যে একে অন্যের সহিত সম্মান সূচক ব্যবহার করিবে। প্রত্যেকেই নিজের সুখ ও আরামের উপর তাহার ভ্রাতার সুখ ও আরামকে অগ্রাধিকার দান করিবে। আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত এক সত্যকার মীমাংসা, সখ্য ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন কর এবং তাঁহার এতায়াত ও আনুগত্যে ফিরিয়া আস।.....প্রত্যেক প্রকারের ঝগড়া-বিবাদ, উত্তেজনাভাব ও শত্রুতাকে তোমাদের মধ্য হইতে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যেল, কেননা এখন সেই সময় উপস্থিত, যখন তোমরা যেন যাবতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়কে উপেক্ষা করিয়া মহাগুরুত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ কার্য্যাবলীতে ব্যাপৃত ও আত্মনিবেদিত হও।"

(মল্‌ফুজাত, ১ম খণ্ড : পৃঃ ২৬৬-২৬৭)

অনুবাদ : **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**

"যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের পরস্পরের বিবাদ মীমাংসা করিয়া ফেলে এবং নিজ ভ্রাতাকে ক্ষমা কর। কারণ যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতার সহিত বিবাদ মীমাংসা করিতে প্রস্তুত নহে, সে নিশ্চয় অসাধু। সে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে। সুতরাং সে সম্বন্ধচ্যুত হইয়া যাইবে।"

['কিস্তিয়ে নূহ' (আমাদের শিক্ষা) পৃঃ ২২]

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৩৭তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমায় হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর ঐতিহাসিক গুরুত্ববহ ও অসাধারণ তত্ত্বপূর্ণ উদ্বোধনী ভাষণ

'খোদায়ী তকদীর'-এর কারণবশতই সারা বিশ্বে উন্নত শক্তিবর্গের অহমিকা ভূলুণ্ঠিত হওয়ার এবং দ্বীনে-হক ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার ও জয়যুক্ত হওয়ার সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে।

'দৈহিক স্বাস্থ্য, মেধাগত উন্নতি ও নৈতিক উৎকর্ষ এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের ক্ষেত্রসমূহে পার্থিব দিক দিয়া সমৃদ্ধ জাতিবর্গকে পরাস্ত করা ব্যতিরেকে সত্যধর্ম ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

জামাতে আহমদীয়ার দ্বিতীয় শতাব্দীর অপেক্ষার পথে নয় বৎসরের মধ্যবর্তী কালটি আমাদের প্রস্তুতির লক্ষ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ, এবং উহাতে আল্লাহতায়ালার বহুল তাৎপর্যময় রহস্যাবলী নিহিত রহিয়াছে।

রাবওয়া—২৩শে ইখা/অক্টোবর ১৯৮১ইং—কেন্দ্রীয় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার আন্তর্জাতিক বার্ষিক ইজতেমার উদ্বোধন করিতে গিয়া হুজুর খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) ঘোষণা করেন যে, জামাত আহমদীয়ার দ্বারা আল্লাহ্তায়ালা এই মু'যেজা দেখাইবেন যে, জগৎ জোড়া ইসলাম বিরোধী উন্নত জাতি ও শক্তিবর্গের অহঙ্কার তিনি ভাঙ্গিয়া দিবেন ও তাহাদের অহমিকা ধুলিসাৎ করিবেন এবং তাহাদের অন্তর স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইবে যে যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পতাকাতলে সমবেত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জগতে তাহারা প্রকৃত সাফল্য লাভ করিতে পারিবে না।

হুজুর বলেন যে, হিঃ পঞ্চদশ শতাব্দী হইবে ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের শতাব্দী। এবং আমরা জগতে পার্থিব দিক দিয়া উন্নত জাতিগুলিকে ততক্ষণ পর্যন্ত পরাজিত করিতে (তথা ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত) করিতে পারি না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তাহাদিগকে স্বাস্থ্যের ময়দানেও পরাজিত করি, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাহাদিগকে পরাভূত করি, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ঐশী-নিদর্শনাবলী, মু'জেযা বা অলৌকিক্রিয়া সমূহ প্রদর্শন এবং দোওয়া কবুলিয়তের ফলশ্রুতিতে তাহাদিগকে অনুধাবন করাইয়া দেই যে, রূহানিয়াত (অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার সহিত জীবন্ত সম্পর্ক) একটি কঠোর ও বাস্তব সত্য এবং যে সকল ধর্ম তাহারা মানিয়া চলে সেগুলি জীবিত ও জিন্দা ধর্ম নয় বরং জিন্দা ধর্ম হইল একমাত্র ইসলাম।

হুজুর (আইঃ) তাঁহার এই অসাধারণ সারগর্ভ ও ঐতিহাসিক গুরুত্ববহ ভাষণে উল্লেখিত চারিশ্রেণীর ক্ষমতার বিকাশ ও উন্নতি সাধনের উপায়-উপকরণের উপরও বিশদভাবে আলোকপাত

করেন এবং বলেন যে, হিঃ পঞ্চদশ শতাব্দী এবং জামাতে আহমদীয়ার দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যকার নয়টি বৎসর অতীব গুরুত্বপূর্ণ, এবং উক্ত সময়ের মধ্যে আমাদিগকে সর্বাঙ্গ ও ভরপুর প্রস্তুতি সমাধার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী এবং সকল দিক দিয়া সুন্দর ও সুসংহত জামাত হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে অন্তর ভবিষ্যতে যে সকল দায়িত্ব এই জামাতের উপর ন্যাস্ত হইতে চলিয়াছে সেগুলি সম্পাদন ও বাস্তবায়নে সামগ্রিকরূপে জামাত সক্ষম ও সামর্থ্যবান হয়। হুজুর প্রায় এক ঘন্টা ব্যাপী ভাষণ দান করেন।

তাশাহুদ ও তায়াওউয এবং সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর বলেন:

আমাদের এই ইজতেমা হিঃ পনের শতাব্দীর প্রথম ইজতেমা। সেই দিক দিয়া ইহা অতি গুরুত্ববহ এবং বহুবিধ বৈশিষ্ট্য বিজড়িত। হুজুর বলেন, হিঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর সূচনা (১৯৮০ইং) এবং জামাত আহমদীয়ার দ্বিতীয় শতাব্দীর (১৯৮৯ইং) মধ্যে প্রায় নয় বৎসরের ব্যবধান বিদ্যমান। সময়ের এই ব্যবধান অত্যন্ত গুরুত্ব বহণ করে। এবং ইহার অন্তরালে আল্লাহ্‌তায়ালার বিবিধ হিকমত ও তাৎপর্য নিহিত রহিয়াছে। হুজুর বলেন, শতবার্ষিকী জোবিলী ঘোষণায় কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। উহার উদ্দেশ্য ছিল জামাতী জীবনে আসন্ন দ্বিতীয় শতাব্দীর সম্বর্ধনার্থে প্রস্তুতি গ্রহণ করা। হুজুর বলেন, জোবিলী পরিকল্পনার অধীনে যে সকল কাজ শুরু করা হইয়াছিল এখন সেগুলিকে ত্বরান্বিত করার সময় সমোপুস্থিত। হুজুর উক্ত নয় বৎসর কালের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, উক্ত সময়ের সূচনায় প্রথম বৎসরটিতেই আল্লাহ্‌তায়ালা জামাত আহমদীয়ার উপর এত ফজল ও অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়াছেন যে সেগুলি দেখিয়া মানুষ হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে এবং এমনিধারায় হিঃ পনের শতাব্দীর সূচনায় আল্লাহ্‌তায়ালার মহিমার যে সকল নিদর্শন এবং তাঁহার প্রীতির যে সব জ্যোতি-বিকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাতে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়।

হুজুর (আইঃ) সবিস্তারে ঐ সকল ঐশী কৃপার কথা উল্লেখ করিতে গিয়া বলেন, আমাদের চিন্তা-ধারনায়ও ছিল না কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা জাপানে দুই লক্ষ সত্তর হাজার ডলার মূল্যের মিশন-হাউস অবলীলাক্রমেই দান করিয়াছেন এবং ইহার জন্য উক্ত অর্থের ব্যবস্থাও তিনটি দেশের জামাতের বন্ধুদের দ্বারা করাইয়াছেন। কোর্ডোভায় (স্পেন) আমি বিগত বৎসর (সেখানে ইসলামী যুগের অবসানের) প্রায় ৭৪৫ বৎসর পর যে মসজিদটির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলাম, এখন উহার নির্মাণ কাজ প্রায় সম্পন্ন হইয়াছে। বিল্ডিং উঠিয়া গিয়াছে: ফ্লোর, প্লাষ্টার ইত্যাদি সম্পুর্ণ হওয়ার পর বিজলি লাগিয়াছে; গোসলখানা এবং রান্না ঘরের ফিটিংও সম্পন্ন হইয়াছে। এখন শুধু মিনার নির্মানের কাজ বাকী আছে! হুজুর কেনাডা সম্বন্ধে সদ্যপ্রাপ্ত তাজাতম সংবাদ জ্ঞাপন করিতে গিয়া বলেন যে, সেখানে কেলগেরী শহর হইতে ৭ মাইল ব্যবধানে জামাতে আহমদীয়া চল্লিশ একর জমি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, যেখানে পূর্বের মিশন-হাউস অপেক্ষা বৃহত্তর বিল্ডিং নির্মিত আছে। হুজুর বলেন যে, এখানে তো আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতির অশেষ ও অকল্পনাতীয় প্রকাশ ঘটিয়াছে। কেননা

পাঁচ বৎসর পূর্বে যে মিশন-হাউস ৭০ সত্তর হাজার ডলার মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছিল উহার মূল্য এখন চার লক্ষ বিশ হাজার ডলারে উঠিয়াছে। এই অর্থের দ্বারাই অতি সহজে নূতন জমি ও মিশন-হাউসের মূল্য শোধ করা যাইবে।

হুজুর বলেন, যে চলতি বৎসরটিতে আল্লাহ্‌তায়ালার উক্ত রহমত-ধারা পরিদৃষ্ট হইয়াছে ইহা উল্লিখিত নয় বৎসর কালের প্রথম বৎসর। এবং এই নয় বৎসরের মধ্যেই আমাদিগকে আসন্ন শতাব্দীর সংবর্ধনার্থে চূড়ান্ত কুরবানী পেশ করিয়া এবং নিজেদের নফসের ইসলাহ ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে এক মজবুত এবং সর্ব দিক দিয়া বলিষ্ঠ ও সুসংহত জামাত সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহাতে সমগ্র জামাত নিজেদের দায়িত্বাবলী পূর্ণ সম্পাদনে সক্ষম ও সামর্থ্যবান এবং যোগ্যতা ও উপযুক্ততার অধিকারী হইয়া উঠিতে পারে।

হুজুর বলেন, আসন্ন নয় বৎসর উহার পরবর্তী অবস্থাবলীর ব্যাপকতার দিক হইতে ভিত্তি স্বরূপ, এবং ইহা আমাদের নিকট চারটি পূর্ণাঙ্গ ভরপুর দাবী জানায়। হুজুর বলেন; এখন সময় আসিয়াছে, আমরা যেন আমাদের সকল মনোযোগকে প্রতিটি গয়র-আল্লাহ্‌ হইতে সরাইয়া আল্লাহ্‌তেই নিবিষ্ট করিয়া দেই এবং 'ফানা' বা আত্মবিলীনতাকে পরিধারণ করি। এই প্রসঙ্গে ইসলামের গালাবা বা প্রতিশ্রুত বিজয়ের দিক হইতে আমাদের উপর যে চারিটি দাবী বর্তিয়াছে, সেগুলি হইল এই যে, আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে যে সকল শক্তি ও স্বভাবজ ক্ষমতা দান করিয়াছেন সেগুলির পরিপোষণ ও বিকাশের পূর্ণতা সাধন করিতে হইবে। হুজুর বলেন, ভবিষ্যতকাল আমাদের নিকট যে সকল দাবী জানায় সেগুলির মধ্যে প্রথমটি হইল এই যে, জামাত আহমদীয়াকে দৈহিক দিক হইতেও জগতে সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যবান হইতে হইবে ভবিষ্যতে আনসারুল্লাহ ও খোদ্দাম সকলই এদিকে মনোযোগী হউন। ইহার কার্যকরী পন্থা ও পদ্ধতির আকার-আকৃতি হইল নিম্নরূপ :—

(১) 'তৈয়ব' খাদ্য গ্রহণ করা অর্থাৎ যাহা ভালও হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তির দৈহিক অবস্থার দিক দিয়া যাহা তাহার জন্য সমীচীনও হয়।

(২) খাদ্যাদি যেন ভারসাম্যপূর্ণ হয়, (Balanced diet হয়) অর্থাৎ শুধু তরিতরকারি বা শুধু গোস্ত অথবা শুধু দুধ ইত্যাদি যথেষ্ট নয় বরং প্রত্যেক প্রকারের খাদ্যের নির্দিষ্ট পরিমাণে ভারসাম্য রক্ষা করিতে হইবে। তবেই সুষ্ঠু ও সঠিক স্বাস্থ্য কায়েম ও অটুট থাকিতে পারে।

(৩) বিভিন্ন বয়েসের প্রত্যেক আহমদী যেন ব্যায়াম করে, যাহাতে সে যে খাদ্য গ্রহণ করে উহা যেন তাহার দেহের জন্য ফলদায়ক হয়।

(৪) আখলাকী তথা চরিত্রমূলক পাপসমূহ হইতে বিরত থাকুন। কেননা যে ব্যক্তি মানসিক বলগাহীনতা ও অসংযমের শিকার এবং দৈহিক পাপাচারে লিপ্ত উভয়ের স্বাস্থ্যই অটুট থাকিতে পারে না।

হুজুর বলেন, গালাবা-এ-ইসলামের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দাবী হইল মানসিক বা মেধাগত শক্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন এবং সেগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ। ইহার জন্য কার্যকরী পদ্ধতির রূপরেখা হইল এই :—

(১) মানসিক উদভ্রান্তি ও বলগাহীনতা, যেমন বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে বসিয়া উদ্দেশ্য বিহীনরূপে গল্প-গুজবে মত্ত থাকা ইত্যাদি হইতে বিরত থাকা।

(২) মুজাহিদা বা চেষ্টা-সাধনার দ্বারা ধারাবাহিকভাবে মন ও মস্তিষ্ককে অধিকতর কর্মপ্রয়াসে অভ্যস্ত করিয়া তুলা।

হুজুর বলেন, ইউরোপের কিশোর ও যুবকগণ দৈনিক ১২/১৩ ঘণ্টা ব্যাপী বই-পুস্তক ইত্যাদি অধ্যয়ন করে। যদি আমাদিগকে তাদের এই কিশোর বংশধরের মোকাবেলা করিতে হয়, তাহা হইলে ততটুকু সময় আমাদের ছাত্রদিগকেও অধ্যয়নে ব্যয় করিতে হইবে। উহার সঙ্গে আমাদের দোওয়াও শামিল হইবে, তাহা হইলে আমরা তাহাদের চাইতে অগ্রগামী হইতে পারিব।

(৩) সতর্ক, সচেতন ও সজাগ থাকিতে হইবে।

(৪) তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সৃষ্টি করিতে হইবে।

(৫) আল্লাহ্‌তায়ালার সিফাত বা গুণাবলীর জলওয়া সমূহ প্রত্যক্ষ করিয়া সেগুলিকে ভালবাসার এবং নিজেদের মন ও মস্তিষ্কে উহাদের সুস্বাদ উপভোগ ও আনন্দ অনুভব করার অভ্যাস করা উচিত।

হুজুর বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা জগতের সকল সভ্য জাতিবর্গকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে পরাজয় দিতে না পারি, ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামকে আমরা জয়যুক্ত করিয়া তুলিতে পারিব না। এবং ইহার জন্য জরুরী, প্রত্যেক আহমদীর মেধা ও মানসিক শক্তি যেন পূর্ণ পরিপোষণ ও বিকাশ লাভ করে।

এই প্রসঙ্গে তৃতীয় দাবী সম্পর্কে হুজুর বলেন যে উহা হইল আখলাকী বা নৈতিক ক্ষমতা নিচয়ের পরিপোষণ ও বিকাশ সাধনের দাবী। এতদ্দোশ্যে আমাদের উচিত আল্লাহ্‌ তায়ালার আখলাক নিজেদের জীবন ও কর্মধারায় প্রতিফলিত করা (تخلقوا باخلاق الله) এবং খোদাতায়ালার সিফাত ও গুণাবলীর জলওয়া সমূহ যেন আমাদের জীবন ও কর্মধারায় পরিদৃশ্যমান হয়। ইহার জন্য সিফাতে-ইলাহী বা ঐশী গুণাবলীর মজহার বা বিকাশস্থলে পরিণত হওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে। হুজুর বলেন, কুরআন করীম হইল আমাদের প্রাণবস্তু। কুরআন করীমের শিক্ষা আমাদের আত্মায় ঠিক সেইভাবে সঞ্চলন করা উচিত যেভাবে রক্ত আমাদের দেহে সঞ্চলন করে।

চতুর্থ দাবী আমাদের নিকট করা হইয়াছে এই যে, আমরা যেন রূহানী ক্ষমতা সমূহে পূর্ণতা সাধন করি। এবং এই পূর্ণত্ব তখনই অর্জন করা সম্ভব, যখন আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত বান্দার জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সকল শাহেনশাহের শ্রেষ্ঠ শাহেনশাহ ও রাজাধিরাজ আল্লাহতায়ালা স্বীয় আজেয অসহায় বান্দাদের প্রতি সদয় হইয়া স্নেহভরে তাহাদিগকে তাঁহার সহিত জিন্দা সম্পর্ক কায়েম করার পথ বলিয়া দিয়াছেন, যাহার ফলশ্রুতিতে মানুষ আল্লাহ্‌-তায়ালার ফজলকে লাভ করিতে পারে। হুজুর বলেন, নবজীবন সে ব্যক্তিই পায়, যে তাঁহার সহিত জিন্দা সম্পর্ক স্থাপন করে। সেইজন্য মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-

এর ডাকে সাড়া দাও, লাব্বাইক বল ; তিনি তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্যই তোমাদিগকে আহ্বান জানাইতেছেন। হুজুর বলেন, খোদাতায়ালার পথে যে 'ফানা' তথা আত্মবিলীন হয়, সে নতুন জীবন প্রাপ্ত হয়। কুরআন করীম বলে :—

(১) যে খোদাতায়ালার পথে 'ফানা' হয়, তাহার উপর ফেরেশতাদের নজুল হয়।

(২) ফেরেশতাগণ তাহাকে 'বাক্যলাপ ও সম্ভাষনে' ভূষিত করেন।

(৩) ফেরেশতাগণ তাহাকে জান্নাত লাভের সুসংবাদ দেন।

(৪) এবং ফেরেশতারা এই সকল ব্যক্তিদের নিকট সদয় বন্ধু হিসাবে আগমন করেন।

হুজুর বলেন, আল্লাহ্‌তায়া জবরদস্ত ঘোষণা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত জিন্দা সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে নবজীবনের অধিকারী হয়, সে দুনিয়ার প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রাধান্য লাভে সমর্থ হইবে। যদি তোমরা আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত সম্পর্ক কায়েম কর এবং ঈমানের দাবী ও চাহিদা পূরণ কর, তাহা হইলে আল্লাহ্‌তায়ালার ওয়াদা হইল এই যে তোমরা জগতের সকল ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করিয়া চলিবে। হুজুর (আইঃ) সৈয়্যদনা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি পাঠ করিয়া শুনান এবং বলেন যে, যদি আমরা দেহ, মেধা ও নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা সংক্রান্ত সকল শ্রেণীর শক্তি ও ক্ষমতাগুলির উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন করি, তাহা হইলে আমরা জগত জোড়া উন্নত জাতিবর্গকে পরাভূত করিতে সক্ষম হইব, এবং তখনই ইসলামকে জয়যুক্ত করার মহান অভিযান পূর্ণতা ও সফলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হইতে পারিবে।

সমাপ্তি ভাষণ :

'যে সেলসেলার জন্য গায়রত রাখে এরূপ ব্যক্তিই সাফল্য লাভ করিবে।'
'প্রকৃত সাফল্যের উৎস হইল যুগ-ইমামের দোওয়া ও নিষ্ঠাপূর্ণ অনুবর্তিতা।'

রাবওয়া, ২৫শে ইখা/অক্টোবর—সৈয়দানা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আঃ) কেন্দ্রীয় মজলিশ খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং কেন্দ্রীয় লাজনা এমাউল্লাহর বার্ষিক ইজতেমাদ্বয়ের সমাপ্তি অধিবেশনে খোদ্দাম ও লাজনা এবং অন্যান্য বিপুল সংখ্যক 'যায়ের' হিসাবে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে তাঁহার সারগর্ভ ও ঈমানউদ্দীপক ভাষণের দ্বারা অনুপ্রাণিত করেন। হুজুরের এই ভাষণ খোদ্দামের ইজতেমার সঙ্গে যুগপৎ লাজনা এমাউল্লাহর ইজতেমাতেও শ্রুত হয়। হুজুর (আইঃ) তাঁহার ভাষণে বলেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষকে যে চারিশ্রেণীর শক্তি দান করিয়াছেন—অর্থাৎ দৈহিক শক্তি, ধীশক্তি, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি—এগুলির মধ্যে প্রতিটিতেই আহমদী পুরুষ ও মহিলাদিগকে সমগ্র জগৎবাসীর মোকাবিলায় অগ্রগামী হওয়া উচিত। হুজুর বলেন যে, তাহা হইলেই ইসলাম জগৎব্যাপী বিজয় ও প্রাধান্য লাভ করিতে পারিবে। তাঁহার উক্ত ভাষণের সূচনায় হুজুর (আইঃ) খেলাফত (তথা 'কুদরতে সানিয়া')-এর নেযাম বা ঐশীব্যবস্থার বরকত ও আশিস এবং গুরুত্বের উপর আলোকপাত করিয়া বলেন, সাবিক

কল্যাণ ও বরকত এই নেযামের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে, যাহা এখন সারা জগৎ জোড়া বিস্তার লাভ করিয়াছে। হুজুর বলেন, 'আমি সকলের জন্য দোয়া করি, এবং আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় ফজল ও করমে ঐ সকল দোওয়ার কবুলিয়তের নিদর্শনও দেখান। হুজুর বলেন, প্রত্যেক আহমদী যে খোদাতায়ালার উপর তওয়াক্কুল ও ভরসা রাখে সে এই দৃঢ়বিশ্বাসেও প্রতিষ্ঠিত যে, মহান সেলসেলা আহমদীয়ার জন্য আল্লাহ্তায়ালা গয়রত রাখেন, তিনি উহার জন্য আত্মমর্যাদাভিমানী এবং তিনি উহার প্রকাশও ঘটাইতে থাকেন। যে ব্যক্তিই আল্লাহ্তায়ালার আজ্ঞানুবর্তিতায় গয়রত প্রদর্শন করে, সেই সফলতায় ভূষিত হয় এবং বরকত সমূহ লাভ করে! আর যে ব্যক্তি মনে করে যে সে অনেক যোগ্যতার অধিকারী এবং এখন সে তাহার বাহুবলেই সাফল্য অর্জন করিবে এবং খেলাফতের দরবার হইতে দোওয়া ও আশিস গ্রহণের আর তাহার প্রয়োজন নাই, সে সফলকাম হইতে পারে না। হুজুর (আইঃ) এপ্রসঙ্গে আল্লাহ্তায়ালার গয়রত সম্বন্ধীয় একটি ঘটনা দৃষ্টান্ত স্বরূপ শুনাইবার পর বলেন যে, খোদাতায়ালা হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)-কে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং সেই উদ্দেশ্য মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর সম্মান প্রতিষ্ঠা নয় বরং তাহা হইল মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সম্মান ও মর্যাদাকে সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করা। এই উদ্দেশ্যে সফলের জন্য যাহা আবশ্যক ও প্রয়োজনীয় আল্লাহ্তায়ালা তাহা আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন—জ্ঞান ও যুক্তি-প্রমাণের ধন ভাণ্ডার ব্যতীত আমাদের অন্তরে আমাদের প্রাণের শত্রুদের প্রতিও প্রীতি ও ভালবাসা সৃষ্টি করিয়াছেন। হুজুর এই প্রসঙ্গে ১৯৭৪ইং সনের কতকগুলি ঈমানউদ্দীপক ঘটনা বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বদৌলত অজস্র বরকত ও কল্যাণ লাভ হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই যে জন্মলাভ করে তাহাকে মরিতে হইবে কিন্তু খেলাফতের ধারাবাহিক শৃঙ্খল এরূপ কল্যাণপূর্ণ অনুপম ব্যবস্থা যে মারা গিয়াও তিনি এতদ্বারা বরকত ও কল্যাণে ভরপুর ভাণ্ডার রাখিয়া যান।

হুজুর বলেন, বিগত বৎসর খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদরের যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল উহাতে ভোটের দিক দিয়া মাহমুদ আহমদ সাহেব (কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল আহমদীয়ার বর্তমান সদর) পঞ্চম নম্বরে ছিলেন, এবং আমি জামাতকে এতদপ্রসঙ্গে এই সবক দান করিতে চাহিয়াছিলাম যে, যে চারজন অধিক ভোট লাভ করিয়াছিলেন তাহাদের ভোটের অধিক্যের কারণে তাহাদের কর্ম-প্রয়াসে বরকত হইবে না বরং যে ব্যক্তি ইখলাস ও নিষ্ঠাপূর্ণ নিয়ত সহকারে খেলাফতের আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তিতা করিবে, সে-ই বরকত লাভ করিতে সক্ষম হইবে। সুতরাং মাহমুদ আহমদ বাঙ্গালী সাহেব যিনি ভোটে পঞ্চম নম্বরে ছিলেন তাহাকে আমি সদর নিযুক্ত করিলাম। তিনি বড়ই মুখলেস ব্যক্তি। আল্লাহ্তায়ালা ইখলাসে উন্নতি দিন; অনেক কাজ করিয়াছেন, দোওয়া লাভ করিয়াছেন।

হুজুর (আইঃ) ১৯৬০ইং হইতে এ পর্যন্ত খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিভিন্ন সদর সাহেবের কার্যকালে অনুষ্ঠিত ইজতেমাগুলিতে মজলিসসমূহের যোগদান ও প্রতিনিধিত্বের গ্রাফের

উল্লেখ করার এবং উহার মধ্যে একটি পর্যায়ে অবনতি ব্যতীত পর্যায়ক্রমিক উন্নতির দিকে ইঙ্গিতদানের পর বলেন, আমি ইহা বুঝাইতে চাই যে, সাফলা অধিক ভোট লাভের ফলশ্রুতিতে লাভ হয় না বরং যুগ খলিফার দোয়া লাভের ফলশ্রুতিতেই পাওয়া যায়। বিগত বার পঞ্চম নম্বরে ভোটের অধিকারী ব্যক্তিকে সদর নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাঁহার নিযুক্তির পূর্ববর্তী বৎসর ৭৭১টি মজলিস ইজতেমায় হাজির হইয়াছিল এবং পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ হাল সনে ৮১৮টি মজলিস উপস্থিত রহিয়াছে। হুজুর বলেন, এ বৎসর লাজনাও আমার তাহরীক ও আহ্বানে অধিকতর সাড়া ও কর্মতৎপরতায় সুফল লাভের পরিচয় দান করিয়াছে।

হুজুর (আইঃ) তাঁহার ভাষণের এই পর্যায়ে ইটালী ও ল্যাটিন আমেরিকায় দুইটি মসজিদ স্থাপনার্থে চাঁদা সংগ্রহ ও উভয় দেশে স্থান লাভের ক্ষেত্রে মোহতারম সাহেবজাদা মির্যা ফরিদ আহমদ সাহেবের (নায়েব সদর, কেন্দ্রীয় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া)-এর অতি প্রসংশনীয় ও মহান প্রচেষ্টায় সন্তোষ প্রকাশ করিয়া পুরস্কার স্বরূপ সাহেবজাদা মির্যা ফরিদ আহমদ সাহেবের কপালে চুম্বন দান করেন, এবং বলেন যে, এই পুরস্কারটি আমি পিতা হিসাবে নয় বরং 'খলিফা-এ-ওয়াক্ত' হিসাবে তাহাকে প্রদান করিতেছি। ইহা এক অত্যন্ত আবেগময় এবং সকলের অন্তরে অনুপ্রেরণা ও আন্দোলন সৃষ্টিকারী এক অনুপম দৃশ্য ছিল। মোহতারম সাহেবজাদা সাহেব তাঁহার প্রিয় ইমামের এই স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহ ও প্রীতি প্রদর্শনে অভিভূত হইয়া অশ্রুসিক্ত হইয়া পড়েন।

হুজুর (আইঃ) সাহেবজাদা মির্যা ফরিদ আহমদ সাহেবের কর্মপ্রচেষ্টার পটভূমি বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলেন, বহির্দেশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার মজলিশ ও উহাদের সাংগঠনিক কর্ম-প্রয়াস কিছু ছিল না বলিলেই চলে। এমতাবস্থায় বিগত বৎসর কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল আহমদীয়া আমার নিকট দরখাস্ত করিল যে, বহির্দেশগুলিতে দুই বৎসরের মধ্যে দুইটি মসজিদ প্রতিষ্ঠার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার খোদ্দামের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করার এবং মসজিদ নির্মাণ করার অনুমতি দান করা হউক। ইহার অর্থ ছিল ৪ লক্ষ পাউণ্ড (অর্থাৎ প্রায় এক কোটি ষাট লক্ষ টাকা) সংগ্রহ করা। হুজুর বলেন, ঐ সকল দেশে খোদ্দামের যে সংগঠন ছিল উহার পরিপ্রেক্ষিতে আমার ধারণা ছিল না যে খোদ্দাম উক্ত টাকা অতি সত্বর সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা এরূপ সামান সৃষ্টি করিলেন যে মির্যা ফরিদ আহমদের বহির্দেশে সফরের ফলে ৪/৫ মাসের মধ্যেই ২ লক্ষ ষাট হাজার পাউণ্ড (অর্থাৎ প্রায় এক কোটি চার লক্ষ টাকা) সংগৃহীত হইয়া ব্যাংকে জমা দেওয়া হইয়াছে। তিন লক্ষ পাউণ্ডও হয়ত আর কিছু অল্প সময়ের মধ্যেই সংগ্রহ হইয়া যাইবে। হুজুর বলেন, জমি সংগ্রহ করার পথে বহু প্রতিবন্ধকতা ছিল। একটি জায়গা দেখা হইল। কোন আহমদী বলিলেন, সেখানে তো ভূমিকম্প আসে, ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত হয়।' আমি বলিলাম, 'ইহা তো আমার জন্য আরও ভাল কথা; মানুষ সেখান হইতে যখন পালাইবে, তখন জমি সস্তায় পাওয়া যাইবে। এবং ভূমিকম্পের ব্যাপারে আমার ভয় নাই। খোদাতায়ালার উপরে আমার একীন ও দৃঢ়বিশ্বাস আছে যিনি আমাদের হযরতে আকদাস মসীহে মওউদ (আঃ) এর দ্বারা

(এলহাম মূলে) বলাইয়াছেন যে, "মুঝে আগ সে মত ডরাও, আগ তো হামারী গোলাম, বলকে গোলামওঁ কি গোলাম হ্যায়।" (অর্থাৎ, 'আমাকে আগুনের ভয় দেখাইও না; আগুন তো আমাদের গোলাম, বরং গোলামদিগেরও গোলাম।") এই সকল ভূমিকম্পও তো ভূগর্ভস্থ আগুনের কারণ বশতই আসিয়া থাকে। হুজুর বলেন, ইনশাআল্লাহ সালানা জলসার পূর্বেই উক্ত জমি পাওয়া যাইবে। এবং আমি আশা করি যে, এক বৎসরে মধ্যেই মসজিদও হইয়া যাইবে। হুজুর বলেন, উক্ত এলাকায় বড়ই কট্টর ও গোড়া খ্রীষ্টানরা বাস করে কিন্তু তাহারা অসহিষ্ণু ও বিদ্বেষ পরায়ণ নয়।

হুজুর বলেন, আমি আজ এই ইজতেমায় আহমদীয়তের মরকজ (কেন্দ্র) রাবওয়া হইতে এ দেশের সকল খোদ্দামের পক্ষ হইতে ইউরোপ আমেরিকা ও কানাডায় বসবাসরত আমার ভাইদিগকে 'জাযাকুমুল্লাহ' (আল্লাহ্ আপনাদিগকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন") বলিতেছি। তাঁহারা আল্লাহ্র গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে চরম কুরবানী পেশ করিয়াছেন। আল্লাহ্তায়ালা তাহাদিগকে অধিক হইতে অধিক উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমীন।

হুজুর (আইঃ) মোহতারম মির্যা ফরিদ আহমদ সাহেবের কাজের প্রসংশা করিয়া বলেন যে, ফরিদ যে কাজ করিয়াছে তাহা সমাদর পাওয়ার যোগ্য। ইহা আমি এজন্য বলিতেছি না যে সে আমার পুত্র, বরং 'খলিফা-এ-ওয়াক্ত' হিসাবে আমি তাহার কার্যের প্রসংশা করিতেছি। সে একজন খাদেম। সে অহোরাত্র প্রচেষ্টারত থাকিয়া এই কামিয়াবি ও সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছে। সে এই কাজ কখনও করিতে পারিত না, অবশ্য আল্লাহ্তায়ালাই তাহার কাজে বরকত দান করিয়াছেন।

হুজুর বলেন, ইহা এক বিরাট অঙ্ক। পাকিস্তানে আমাদের সমগ্র জামাতের যে চাঁদা, ইহা তাহা অপেক্ষা শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশী। ফরিদ আহমদ ঐ সকল লোকদিগকে ভালবাসিয়াছে, তাহাদিগকে বোঝাইয়াছে এবং নাড়া-ঝাঁকার মাধ্যমে অনুপ্রাণিতও করিয়াছে। 'আমি 'খলিফা-এ-ওয়াক্ত' হিসাবে আপনাদের সকলের পক্ষ হইতে তাহাকে একটি পুরস্কার প্রদান করিতেছি। এই বলিয়া হুজুর (আইঃ) মোহতারম সাহেবজাদা সাহেবকে ডাকিয়া বলিলেন 'ফরিদ, এদিকে আস।'

মোহতারম সাহেবজাদা সাহেব তখন মঞ্চের পশ্চাদভাগে দাঁড়াইয়া হুজুরের ভাষণ শ্রবণ করিতেছিলেন। হুজুরের ইরশাদ শুনিয়া তিনি দ্রুতপদে আসিলেন। সকলের দৃষ্টি সাহেবজাদা সাহেবের দিকে নিবদ্ধ হইল! হুজুর তাঁহার ভাষণ বন্ধ রাখিয়া পিছনে মুড়িয়া সাহেবজাদা সাহেবের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই মুহূর্তগুলি বড়ই স্মরণীয়! পনের হাজার লোকের গণসমাবেশ অধীর আগ্রহভরে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় হুজুর (আইঃ) এবং সাহেবজাদা সাহেবের দিকে তাকাইলেন ইহা দেখিবার উদ্দেশ্যে যে 'ইমামে-ওয়াক্ত' একজন পরিশ্রমি খাদেমকে তাহার মহান ঐতিহাসিক খেদমত পালনের জন্য কি পুরস্কারের দ্বারা অভিসিক্ত করেন। ষ্টেজের উপর উপবিষ্ট সুধীবৃন্দ এদিক-ওদিক সরিয়া গিয়া সাহেবজাদা সাহেবকে পথ করিয়া

দেন এবং হুজুর এই পরিশ্রমি ও যোগ্য খাদেমের মস্তক স্বীয় মোবারক হস্তে ধারণ করিয়া তাহার ললাটের ডান পার্শ্বে চুম্বন দান করেন। ডজন ডজন ক্যামেরার ফ্লাশ লাইট জ্বলিয়া উঠিল এবং ঐতিহাসিক মূহুর্তটিকে চিরকালের জন্য ক্যামেরায় সংরক্ষিত করা হইল। হুজুরের স্নেহসিক্ত চম্বন লাভের পর মোহতারম সাহেবজাদা সাহেব হুজুরের সহিত মোসাফাহা (করমর্দন) করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ফিরিয়া যাওয়ার সময় সাহেবজাদা সাহেব ভাবাবেগে অভিভূত হইয়া আশ্রুসিক্ত ছিলেন এবং রুমাল বাহির করিয়া তাঁহার অশ্রু মুছিতে ছিলেন।

তারপর হুজুর পুনরায় তাঁহার ভাষণ শুরু করিয়া বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি যে, নেক নিয়তের সহিত কাজ করে উহার সুফল আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে দান করিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে হুজুর ইংল্যাণ্ডের আহমদী মুসলিম মিশনারী ইনচার্জ মোহতারম মৌলানা শেখ মোবারক আহমদ সাহেবের কথা উল্লেখ করেন, যাঁহার প্রচেষ্টাতে আল্লাহ্‌তায়ালা মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই ইংল্যাণ্ডে আরও পাঁচটি মিশন-হাউস স্থাপন করাইয়াছেন। হুজুর বলেন, যখন তিনি উক্ত (পাঁচটি নূতন মিশন হাউস স্থাপনের) বিষয়ে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কথা যেন একটা গল্প বলিয়াই মনে হইত। এবং যখন (ইংল্যাণ্ডে আমার সফর কালে) প্রেস কনফারেন্সে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, "সত্যই কি মাত্র এক বৎসরের মধ্যে ইংল্যাণ্ডে আহমদীয়তের পাঁচটি কেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভবপর হইবে?" তখন আমি ইহা চিন্তা করিয়া 'হাঁ' বলিয়া দেই যে, এখন যেহেতু আমি ইহা বলিয়া ফেলিয়াছি সেইজন্য আল্লাহ্‌-তায়ালাও যেহেতু তিনি গায়রতওয়ালা (আত্মমর্যাদাভিমানী), নিশ্চয় বরকত দান করিবেন। যখন কাজ শুরু করা হইল তখন সেই কাজের জন্য একটি পয়সাও ছিল না। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার ফজলের দ্বারা এক অথবা সোয়া এক বৎসরের মধ্যেই ইংল্যাণ্ডে পাঁচটি মরকজ কায়েম করিয়াছেন। আলহামদুলিল্লাহে আল যালেক।

('আল-ফজল'—১৬শে অক্টোবর ১৯৮১ইং)

অনুবাদ:—**মো: আহমদ সাদেক মাহমুদ**, সদর মুরুব্বী

বিদেশ গমন

রিকাবি বাজার আঞ্জুমান আহমদীয়ার সেক্রেটারী মাল ডাঃ মোঃ সিয়াজুল ইসলাম সাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোঃ আসাদুজ্জামান ইরাক সরকারের অধীনে চাকুরী নিয়ে গত ১৫-১১-৮১ ইং বিমানে ঢাকা ত্যাগ করেছে। সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট বিশেষ ভাবে দোয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

নিবেদক—

হাফেজ মোঃ ইব্রাহিম

রিকাবি বাজার, ঢাকা।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৬)

মোমেনদের এক ক্ষুদ্র জামাত

ইহা ছিল একটি ক্ষুদ্র জামাত যাহা ইসলামের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিয়াছিল। একজন মহিলা যিনি বার্ধক্যের দ্বারে উপনীত, একজন এগারো বৎসরের বালক, একজন মুক্তি প্রাপ্ত যুবক ক্রীতদাস যিনি বিদেশী ও পরের আশ্রিত ও যাহার পশ্চাতে কেহই ছিল না, একজন যুবক বন্ধু ও একজন এলহামের দাবীকারক—এই ছিল ঐ ক্ষুদ্র কাফেলা যাহা দুনিয়াতে সত্যের জ্যোতি বিকশিত করিবার জন্য কুফর ও গোমরাহীর ময়দানে অবতীর্ণ হইল। লোকেরা এই সংবাদ শুনিয়া হাসিতে ফাটিয়া পড়িত। এবং একে অপরকে বলিত, "ঐ ব্যক্তি উম্মাদ হইয়া গিয়াছে। উহার বক্তব্যে আশ্চার্য হইও না বরং শুনো ও মজা উড়াও।" কিন্তু সত্য পূর্ণ মর্যাদার সহিত প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং ঈসা নবীর (আঃ) ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী "আদেশের পর আদেশ বিধানের পর বিধান জারী হইতে লাগিল।" (মার্ক—২৮ঃ১৩) যুবকদের হৃদয় প্রকম্পিত হইতে লাগিল। সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের হৃদয়ও শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। হাসি-ঠাট্টা ও উপহাসের পাশাপাশি ক্রমান্বয়ে সুখ্যাতি ও প্রশংসার আওয়াজও সরব হইতে লাগিল। দাস-দাসী, যুবক ও অত্যাচারিতদের একদল হযরত রসুলে করিম (সাঃ) এর পতাকাতলে সমবেত হইল। কারণ মহানবীর (সাঃ) আহ্বানের মধ্যে স্ত্রীজাতি তাহাদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা দেখিলেন, দাসদাসীগণ তাহাদের মুক্তির আশ্বাস পাইলেন ও যুবকগণ তাহাদের উন্নতির উজ্জল সম্ভাবনা দেখিলেন।

মক্কার সর্দারগণের বিরুদ্ধাচারণ

যখন হাসি ঠাট্টার সাথে সাথে প্রশংসা এবং সুখ্যাতিও প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিল, মক্কার সরদারগণ আতঙ্কিত হইয়া পড়িল। শাসকবর্গের হৃদয়ে ভয় সঞ্চারিত হইল। তাহারা একত্রিত হইল ও পরামর্শ করিল এবং হাসি-ঠাট্টার পরিবর্তে অত্যাচার, উৎপীড়ন, বল প্রয়োগ ও এক ঘরে করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল এবং সেই অনুযায়ী কার্য করিতে শুরু করিল। মক্কাবাসীগণ প্রবলভাবে ইসলামের উপর আক্রমণ চালাইতে উদ্যত হইল। পাগল সুলভ দাবী এখন তাহাদের নিকট বাস্তব সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ইসলাম মক্কার শাসকবর্গের জন্য মক্কার মাযহাবের, জন্য মক্কার কৃষ্টির জন্য এবং মক্কার প্রথা ও রীতি-নীতির জন্য বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা দেখিল যে, ইসলাম এক নূতন আসমান ও নূতন জমিন সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে যে আসমান ও জমিন সৃষ্টি হইয়া গেলে আরবের পুরাতন আসমান ও জমিন কায়েম থাকিতে পারিবে না। এখন ইহা মক্কাবাসীগণের নিকট আর হাসি ঠাট্টার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইল না ; ইহা এখন তাহাদের জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা ইসলামের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিল এবং আবহমান কাল হইতে নবীদের শত্রুগণ যেভাবে নবীদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়া থাকে মক্কাবাসীগণও ঠিক সেই রকম উৎসাহ ও উদ্দীপনার

সহিত ইসলামের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিল। তাহারা যুক্তির উত্তরে যুক্তি প্রদর্শন না করিয়া অস্ত্র ও বল প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত হইল। ইসলামের প্রেমপূর্ণ বাক্যের প্রতিদানে তাহারা উদার ব্যবহার না করিয়া গালি-গালাজ ও দুর্ব্যবহার করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। পুনরায় পৃথিবতে কুফর ও ইসলামের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হইয়া গেল। পুনরায় শয়তানের অনুচরবৃন্দ ফেরেশতা-গণের উপর আক্রমণ চালাইল। ঐ মুষ্টিমেয়ে মুসলমানগণের কতটুকুই বা শক্তি ছিল যে, তাঁহারা মক্কাবাসীগণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে পারে? স্ত্রীলোকগণকে নির্লজ্জ উপায়ে হত্যা করিতে লাগিল এবং পুরুষদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া হত্যা করিতে লাগিল। ক্রীতদাসগণকে উত্তপ্ত বালি ও অমসৃন প্রস্তরের উপর টানিয়া লইয়া যাওয়া হইত; এমনকি তাঁহাদের চর্ম পরিবর্তিত হইয়া পশুর চর্মের রূপ ধারণ করিত। এক যুগ পরে ইসলামের বিজয়ের সময় যখন ইসলামের পতাকা পূর্ব ও পশ্চিমে উড়িতেছিল তখন প্রথম দিকের ইসলাম গ্রহণকারী খাব্বাব নামে এক ক্রীতদাসের পৃষ্ঠদেশ উন্মুক্ত হইলে তাঁহার সঙ্গীগণ দেখিলেন যে, তাঁহার চর্মের রূপ মানুষের চর্মের ন্যায় নয়, বরং পশুর চর্মের ন্যায়। ইহা দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন এবং খাব্বাব (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার এটা কি ধরণের রোগ?" খাব্বাব (রাঃ) হাসিলেন এবং বলিলেন, 'ইহা কোন রোগ নয়, বরং ইহা ঐ সময়ের স্মৃতি যখন আরবগণ ইসলাম কবুলকারী ক্রীতদাসদিগকে মক্কার পথে পথে কঠিন ও অমসৃন প্রস্তরের উপর বিরামহীনভাবে টানিয়া লইয়া যাইত। এরূপ অত্যাচারের ফলে আমার চর্ম এমন হইয়াছে।"

(ক্রমশঃ)

মূল: **হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)**

অনুবাদ: **অধ্যাপক আবদুল লতিফ খান**

শুভ বিবাহ

বিগত ৮ই অক্টোবর, '৮১ তারিখে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার মোড়াইল নিবাসী মরহুম সৈয়দ জলিল আহমদ সাহেবের ৪র্থ পুত্র জনাব সৈয়দ জসীম আহমদ (আবু) সাহেবের সহিত তারুয়া নিবাসী ফজলুল হক ভূইয়া সাহেবের ২য়া কন্যা মোসাম্মত ইশরাত জাহান (বেবী) বেগমের শুভ-বিবাহ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মসজিদ মোবারকে ১৫,০০০ টাকা দেন-মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

উক্ত বিবাহ বাবরকত ও দাম্পত্য জীবন সুখের হওয়ায় জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

এই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি। আমি তাঁহারই (সাঃ) হইয়া গিয়াছি॥
যাহা কিছু তিনিই (সাঃ), আমি কিছুই না। প্রকৃত মিমাংসা ইহাই॥

[উর্দু দুররে সমীন]

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সংবাদ

বাংলাদেশ মজলিস আনসারুল্লাহর দেশীয় বার্ষিক ইজতেমা

এই বৎসর বাংলাদেশ মজলিশে আনসারুল্লাহর দেশীয় ইজতেমা ইনশাআল্লাহ আগামী ১৮ ১৯ ও ২০শে ডিসেম্বর ৮১ইং যথাক্রমে রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত হইবে।

এই বৎসর অন্যান্য বৎসরের তুলনায় উপস্থিতিও বেশী হইবে আশা করা যায় এবং বিভিন্ন জিনিস পত্রের দামও কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সমস্ত দিক লক্ষ্য রাখিয়া এই বৎসর আনুমানিক ২০,০০০ টাকা খরচের এষ্টিমেট ধরা হইয়াছে। অতএব, আপনাদের মজলিসের উপর লাজেমী চাঁদা ছাড়াও ইজতেমার জন্য ধার্য্যকৃত চাঁদা সত্বর আদায় করতঃ অত্র অফিসে পাঠাইয়া ইজতেমার কার্যকে সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদনে সহায়তা প্রদান করতঃ আল্লাহ্তায়ালার ফজল, রহমত ও বরকতের অধিকারী হইবেন।

ইজতেমার প্রোগ্রামের সহিত আনসারুল্লাহর দেশীয় শুরার অধিবেশনও অনুষ্ঠিত হইবে ইনশাআল্লাহ। সকল মজলিস হইতে শুরার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব পাঠাইবার অনুরোধ করা যাইতেছে।

প্রত্যেক স্থানীয় মজলিশ হইতে জয়ীমে আলা ব্যতিরেকে প্রত্যেক দশজনে একজন করিয়া শোরার নোমায়েন্দা প্রেরণ করিতে হইবে। যাঁহাকে নোমায়েন্দা হিসাব নির্বাচিত করিবেন তাহাকে ইসলামী শরীয়তের পাবন্দ হইতে হইবে এবং তাহার জন্য দাড়ি রাখা জরুরী এবং তিনি জামাতের ও মজলিসের চাঁদার বকেয়াদার নহেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হইতে এই মর্মে সার্টিফিকেট আনিতে হইবে।

মজলিসে আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের তরফ হইতে মেধাবী ছাত্রদের একটি বৃত্তি দেওয়া হইবে। ইহার জন্য আপনার জামাতের মেধাবী ছাত্রদের নিয়া আসিবেন। তাহাদের পরীক্ষা নেওয়া হইবে। যে সমস্ত খোদ্দাম মোয়াল্লেম হইতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে সংগে নিয়া আসিবেন।

ইজতেমা কামিয়াবীর জন্য খাসভাবে দোয়া করিবেন। ওয়াসসালাম।

খাকসার

শহীদুর রহমান

নায়েব নাযেমে আলা,

বাংলাদেশ মজলিশে আনসারুল্লাহ।

জামাতের বন্ধুদের প্রতি একটি বিশেষ আবেদন

প্রিয় ভ্রাতাগণ !

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি, আল্লাহ্‌র ফজলে ভাল আছেন। আপনারা জানেন যে আমাদের দেশে তবলীগ এবং তরীয়তের কাজ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। অথচ মুরুব্বী এবং মোয়াল্লেমের সংখ্যা দিন দিন কমিতেছে। তাই আমাদের বেশী বেশী মুরুব্বী ও মোয়াল্লেমের দরকার। গত বৎসর আমাদের দেশ হইতে আমরা মাত্র ৪ জন মুরুব্বীর জন্য এবং ২জন মোয়াল্লেমের জন্য দরখস্ত পাইয়াছি। তাহাদের মধ্যে ৩জন মুরুব্বীর ট্রেনিং পাইতেছেন এবং ১ জন মোয়াল্লেমের ট্রেনিং পাইতেছেন।

তাই আপনাদের নিকট সবিনয় আরজ করা যাইতেছে যে—

১) যদি আপনাদের জামাতে মেট্রিক পাশ কেহ থাকেন

২) যদি তিনি দীন ইসলাম ও আহমদীয়াতের খেদমতকে দুনিয়াবী টাকা-পয়সা হইতে বেশী প্রাধান্য দেন

৩) তাহার পিতামাতা যদি এব্যাপারে রাজী থাকেন তাহা হইলে

ক) বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম আমীর সাহেবের বরাবরে দরখস্ত করিবেন।

খ) মনোনীত হইলে ১ বৎসরের ট্রেনিং দেওয়া হইবে।

গ) ট্রেনিং কালীন ২০০৲ টাকা মাসিক বৃত্তি দেওয়া হইবে যাহা হইতে নেজামের নিয়ম মাফিক মাসিক চাঁদা কাটা হইবে।

আপনি প্রার্থীগণের দরখাস্ত আপনার সার্টিফিকেট ও কায়েদ খোদ্দামুল আহমদীয়ার সার্টিফিকেট সহ যথাশীঘ্র পাঠাইয়া দিবেন।

আমরা ইনশাআল্লাহ্‌ ১৯৮২ সনের জানুয়ারীর প্রথম হইতে ট্রেনিং ক্লাশ শুরু করিব। তাই ডিসেম্বরের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত দরখাস্ত অত্র দফতরে পৌঁছিয়া যাওয়া উচিত হইবে। খোদা আপনাদের হাফেজ, নাসের ও হাদী হউন। আমীন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এ ব্যাপারে খোদ্দামকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিবেন।

(**আলী কাসেম খান চৌধুরী**)
সেক্রেটারী ইসলাহ ও এরশাদ, বাঃ আঃ আঃ

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ১০ম বার্ষিক ইজতেমা সাফল্য মণ্ডিত

২৭, ২৮ ও ২৯শে নভেম্বর ১৯৮১ইং শুক্র শনি ও রবিবার ঢাকা কেন্দ্রীয় আহমদীয়া মসজিদে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ১০ম বার্ষিক দেশীয় ইজতেমায় স্কুল-কলেজে পরীক্ষা পরীক্ষা চলা থাকা সত্বেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ২৭টি মজলিস হইতে আগত দুই শতাধিক খোদ্দামের যোগদানের মাধ্যমে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম আমীর সাহেব উক্ত ইজতেমায় উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। বিস্তারিত বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে, ইনশায়াল্লাহ্‌।

রাবওয়া ও কাদিয়ানে সালানা জলসা

জামাত আহমদীয়ার ৮৯তম সালানা জলসা আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে জামাতের কেন্দ্র রাবওয়ায় আগামী ২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৮১ইং রোজ শনি, রবি ও সোমবার অনুষ্ঠিত হইবে এবং কাদিয়ানে সালানা জলসা ১৮, ১৯ ও ২০শে ডিসেম্বর ১৯৮১ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে।

জলসায় গমনিচ্ছুক ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ এখন হইতেই প্রস্তুতি গ্রহণ করুন এবং সকলেই উক্ত জলসাদ্বয়ের কামিয়াবী ও বাবরকত হওয়ার জন্য দোওয়া করিতে থাকুন। হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) এর স্বাস্থ্য আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে ভাল। বন্ধুগণ হুজুরের সুস্বাস্থ্য এবং কর্মক্ষম দীর্ঘায়ুর জন্য নিয়মিত দোওয়া জারী রাখিবেন।

দোওয়ার আবেদন

(১) তারুয়া জামাতের প্রেসিডেন্ট মৌঃ আহমদ আলী সাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মৌঃ সিদ্দিক আলী সাহেব মস্তিস্কে রক্ত ক্ষরণ রোগে আক্রান্ত হয়ে লণ্ডন হাসপাতালে ব্রেইন অপারেশন করা হইয়াছে।

জমাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট বিশেষভাবে দোয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

(২) পুনিয়াউট (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) নিবাসী জনাব মাষ্টার আব্দুল মতিন সাহেব অসুস্থ অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের নিকট তাঁহার আশু আরোগ্য লাভের জন্য দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

(৩) খুলনা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার মোতামেদ জনাব আবদুর রাজ্জাক ও নাজেম মাল জনাব সামসুর রহমান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বি, কম ও বি, এ পরীক্ষার্থী। আগামী ১০ই ডিসেম্বর ৮১ পরীক্ষা শুরু হইবে। আসন্ন পরীক্ষায় পূর্ণ কামিয়াবীর জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়া প্রার্থী।

হজ্জ পালন করিয়া প্রত্যাগমন

জনাব মাষ্টার আব্দুল মতিন সাহেব স্বস্ত্রীক আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে এবৎসর হজ্ব পালন এবং মদিনা যিয়ারত লাভের পর মঙ্গলমত ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা জনাব মাষ্টার সাহেব ও তাঁহার বেগম সাহেবা এবং সমগ্র জামাতের জন্য ইহা মোবারক করুন। আমীন।

সংকলন : **মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**, সদর মুরুব্বী

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা
হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত
বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যেহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯ইং)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ' এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca-1
Phone No 283635
Editor : A H Muhammad Ali Anwar